শামসুর রাহমান

কবিতা সংগ্রহ

সম্পাদনা

গৌতম রায়

SHAMSUR RAHAMAN
KABITA SANGRAHA
[*A collection of selected poems of Shamsur Rahaman*]
Edited by
Gautam Roy

First Published: November, 2005
Current Edition: January, 2026

Price : ₹ 950/- Only

ISBN : 978-81-7332-459-8

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০০৫

বর্তমান সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৬

প্রচ্ছদ : সরোজ সরকার

দাম ₹ ৯৫০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

বঙ্গজননী সুফিয়া কামালের স্মৃতির উদ্দেশে

সূ চি প ত্র

❑ ভূমিকা ১৫-২৪

❑ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে ২৫-৪৬

প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে ২৭ □ রুপালি স্নান ২৯ □ জার্নাল, শ্রাবণ ৩০ □ ১৩৫৭-র একটি দিন ৩৩ □ যুদ্ধ ৩৪ □ তোমাকেই বলি ৩৬ □ শিখা ৩৭ □ বিরস গান ৩৭ □ কোনো একজনের জন্যে ৩৮ □ সে ছায়া আয়নায় ৩৯ □ সে ৩৯ □ মৃন্ময় ৪০ □ নক্ষত্র বিন্দুর জন্যে ৪১ □ সুন্দরের গাথা ৪২ □ কবর খোঁড়ার গান ৪৩ □ পিতা ৪৫ □ তিনশো টাকার আমি ৪৫

❑ রৌদ্র করোটিতে ৪৭-৭৪

দুঃখ ৪৯ □ খুপড়ির গান ৫১ □ আমার মাকে ৫২ □ যখন রবীন্দ্রনাথ ৫৪ □ একটি মৃত্যুবার্ষিকী ৫৫ □ সূর্যাবর্ত ৫৬ □ একটি জীবনচরিত ৫৮ □ আত্মহত্যার আগে ৬০ □ পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ ৬২ □ লালনের গান ৬৪ □ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৬৫ □ ইতিহাস তোমাকে ৬৬ □ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ৬৮ □ খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি ৬৯ □ পিতার প্রতিকৃতি ৭২ □ রৌদ্র করোটিতে ৭৩

❑ বিধ্বস্ত নীলিমা ৭৫-৯৬

কবিতার অন্তঃপুরে ৭৭ □ সম্পাদক সমীপেষু ৭৮ □ শৈশবের বাতি-অলা আমাকে ৮০ □ সময় ৮১ □ পুরাণ ৮১ □ বৃষ্টির দিনে ৮২ □ পিতলের বক ৮৪ □ আত্মজৈবনিক ৮৪ □ কোথাও পারি না যেতে ৮৬ □ স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে ৮৮ □ অপচয়ের স্মৃতি ৯০ □ সেই কণ্ঠস্বর ৯২ □ কখনো আমার মাকে ৯২ □ কাননবালার জন্যে ৯৩ □ আমার ছেলেকে ৯৪ □ বাংলা কবিতার প্রতি ৯৪

❑ নিরালোকে দিব্যরথ ৯৭-১১২

টেলেমেকাস ৯৯ □ দৃশ্যপট, আমি এবং অনেকে ১০১ □ একটা চাদর ১০৫ □ টানাপোড়েন ১০৬ □ ভালোবাসা তুমি ১০৭ □ বংশধর ১০৮ □ কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি ১১০ □ মাছ ১১১ □ প্রেমের কবিতা ১১২

❑ নিজ বাসভূমে ১১৩-১৩৬

বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ১১৫ □ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ১১৬ □ ফিরে যাচ্ছি ১১৯ □ হরতাল ১২১ □ আসাদের শার্ট ১২৩ □ গ্রন্থে আছেন শহীদুল্লাহ্

১২৪ □ কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি ১২৫ □ কবিয়াল রমেশ শীল ১২৬ □ ইচ্ছা ১২৭ □ একটি বালকের জন্যে প্রার্থনা ১২৮ □ রৌদ্র নিয়ে যাও ১২৯ □ হৃদয়ের গল্প ১৩০ □ তিনজন বুড়ো ১৩১ □ এ লাশ আমরা রাখব কোথায়? ১৩২ □ একপাল জেব্রা ১৩২ □ মাতামহের মৃত্যু ১৩৩ □ এ যুদ্ধের শেষ নেই ১৩৪ □ মা ১৩৫ □ আমি কথা বলাতে চাই ১৩৫

❑ বন্দি শিবির থেকে ১৩৭-১৬২

বন্দি শিবির থেকে ১৩৯ □ তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা ১৪০ □ স্বাধীনতা তুমি ১৪২ □ প্রবেশাধিকার নেই ১৪৩ □ কাক ১৪৪ □ প্রাত্যহিক ১৪৫ □ না, আমি যাব না ১৪৭ □ মধুস্মৃতি ১৪৯ □ গেরিলা ১৫১ □ রক্তাক্ত প্রান্তরে ১৫১ □ আন্তিগোনে ১৫৪ □ ললাটে নক্ষত্র ছিল যার ১৫৬ □ শমীবৃক্ষ ১৫৭ □ সান্ধ্য আইন ১৫৯ □ কাঁটাতার ১৫৯ □ উদ্বাস্তু ১৬০ □ গ্রামীণ ১৬১

❑ দুঃসময়ের মুখোমুখি ১৬৩-১৮৪

স্যামসন ১৬৫ □ না, আমি উন্মাদ নই ১৬৬ □ স্বাধীনতা একটি বিদ্রোহী কবিতার মতো ১৬৮ □ চেগুয়েভারার চোখ ১৭০ □ আমার ভালোবাসা ১৭০ □ অনিদ্রা ১৭১ □ সাধ ১৭২ □ ম্যাজিক ১৭৩ □ সাঁকো ১৭৫ □ বারবার ফিরে আসে ১৭৬ □ তোমার নাম ১৭৮ □ অনাবৃষ্টি ১৭৯ □ অতিবর্ষণের পর ১৭৯ □ হে বঙ্গ ১৮০ □ দুঃসময়ে মুখোমুখি ১৮১

❑ ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা ১৮৫-১৯২

মাৎসন্যায় ১৮৭ □ ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা ১৮৭ □ দরজার কাছে ১৮৯ □ গুপ্তধন ১৯১

❑ আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি ১৯৩-২০০

একটি কবিতার জন্যে ১৯৫ □ শান্তি পাই ১৯৫ □ কী পরীক্ষা নেবে? ১৯৭ □ প্রবাসী ১৯৮ □ ওডেলিস্ক ১৯৯

❑ এক ধরনের অহংকার ২০১-২২০

এক ধরনের অহংকার ২০৩ □ স্বীকারোক্তি ২০৫ □ এ-ও তো বাংলাই এক ২০৬ □ বুদ্ধদেব বসুর প্রতি ২০৭ □ হে সুদীপ্তা মোহিনী আমার ২০৮ □ নিঃস্ব কৃষক যেমন ২১০ □ অমলের মতো ২১০ □ বাড়ি ফেরা ২১১ □ পতন ২১২ □ আমি ভারি লোভাতুর ২১৪ □ স্যানাটোরিয়াম ২১৫ □ পান্থজন ২১৬ □ একটা কেমন তক্ষশীলা ২১৭ □ এ আগুন আমাদের ২১৮ □ প্রত্নতাত্ত্বিক ২১৯

❑ আমি অনাহারী ২২১-২৩৭

যখন আবহাওয়া খারাপ ২২৩ □ কবিকে দিও না দুঃখ ২২৪ □ একজন কবি : তার মৃত্যু ২২৫ □ ফিরে আয় উত্তরাধিকারী ২২৭ □ আমি অনাহারী ২২৯ □ বিদ্রোহী বলে শনাক্ত করে ২৩০ □ চুম্বন ২৩১ □ সঞ্জয় কোথায়? ২৩৩

□ একটি কান্না ২৩৩ □ ব্যথিত পুরুষ ২৩৪ □ একটি বিনষ্ট নগরের দিকে ২৩৬ □ মৃত্যুর বাড়িতে ২৩৭

❑ শূন্যতায় তুমি শোকসভা ২৩৯-২৫২

মৃতাঞ্জলি ২৪১ □ হ্যাঙওভার ২৪২ □ সংকটে কবির সত্তা ২৪৪ □ গুপ্ত সেতু ২৪৬ □ একজন কবির উদ্দেশে ২৪৭ □ মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে ২৪৯ □ একজন মানুষকে নিয়ে ২৫০ □ মৃত্যু ২৫১ □ বিষাদ আমার প্রতি ২৫১ □ কোনো একজনের কথা ভেবে ২৫২

❑ বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে ২৫৩-২৭০

বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে ২৫৫ □ একজন কবি শুধু ২৫৬ □ হে আমার দীর্ঘ উপবাস ২৫৯ □ হ্যাঁ ২৬০ □ যখন আমার মৃত্যু হবে ২৬২ □ মানুষ এসেই যায় ২৬৩ □ কাঙাল ২৬৬ □ ভোট দেব ২৬৭ □ কবির ঘর ২৬৮ □ নিঃসঙ্গ শেরপা ২৬৯

❑ প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে ২৭১-২৭৪

অভিমানী বাংলাভাষা ২৭৩ □ মৃতের মুখের কাছে ২৭৩ □ তোর কাছ থেকে দূরে ২৭৩

❑ ইকারুসের আকাশ ২৭৫-২৮৮

কথার জেরুজালেম ২৭৭ □ ইলেকট্রার গান ২৭৮ □ ইকারুসের আকাশ ২৮১ □ কবির অশ্রুর চেয়ে দামি ২৮২ □ সক্রেটিস-১ ২৮৫ □ সক্রেটিস-২ ২৮৫ □ হে শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার ২৮৬

❑ মাতাল ঋত্বিক ২৮৯-৩০০

প্রেমিকের গুণ ২৯৩ □ জয়নুলী কাক ২৯৩ □ শহরে নেমেছে সন্ধ্যা ২৯৪ □ কবিতার মৃত্যুশোক ২৯৪ □ মৃত্যুদণ্ড ২৯৫ □ মূর্তি ২৯৫ □ টেলিফোন ২৯৬ □ মাতাল ঋত্বিক ২৯৬ □ স্থগিত বাসনা ২৯৭ □ সহসা যীশুর হাত ২৯৭ □ বিচ্ছেদ ২৯৮ □ দণ্ডিত মানুষ ২৯৮ □ স্মৃতি ভেতরে ২৯৯ □ ফিনিক্সের গান ২৯৯ □ হে আমার বাল্যকাল ৩০০

❑ উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ ৩০১-৩১৬

চাঁদ সদাগর ৩০৩ □ রেডক্রসের গাড়ি এবং তুমি ৩০৮ □ রাত্রির তৃতীয় যামে ৩০৯ □ একজন ফণিমনসা ৩১১ □ কাদামাখা অবেলায় ৩১৩ □ উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ ৩১৪

❑ কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি ৩১৭-৩৩২

নূহের জনৈক প্রতিবেশী ৩১৯ □ স্মৃতিময় উজ্জ্বল আঁধারে ৩২০ □ কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি ৩২২ □ উচ্চারণ ৩২৫ □ মহাপ্লাবনের পরেও ৩২৫ □ ক্লান্ত তুই ৩২৬ □ মণিপুর লোকদুহিতা ৩২৭ □ মে দিনের কবিতা ৩২৮ □ গুলিবিদ্ধ লাশের মতন ৩৩০ □ আশি দশকের পদাবলি ৩৩১

❑ আমার কোনো তাড়া নেই ৩৩৩-৩৪৪

আমৃত্যু আমার সঙ্গী কবিতার খাতা ৩৩৫ □ রুটিন ৩৩৭ □ কবিতার প্রতি ঢ্যাম্না ৩৩৮ □ হে আমার বাল্যবন্ধুগণ ৩৩৯ □ আমার অসুখ ৩৪১ □ আমার কোনো তাড়া নেই ৩৪৩

❑ অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই ৩৪৫-৩৬০

মা তার ছেলের প্রতি ৩৪৭ □ যেখান থেকে স'রে এসেছি ৩৪৮ □ গুড মর্নিং বাংলাদেশ ৩৫০ □ দুপুর, একটি পাণ্ডুলিপি ৩৫২ □ হাতেম তাই কিংবা শের আফগান ৩৫৩ □ মাষ্টারদার হাতঘড়ি ৩৫৫ □ অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই ৩৫৭ □ পুরানো দিনের টানে ৩৫৮ □ মরুভূমি-বিষয়ক পংক্তিমালা ৩৫৯ □ ভালোবাসা ৩৬০

❑ হোমারের স্বপ্নময় হাত ৩৬১-৩৭২

ইদানিং বঙ্গীয় শব্দকোষ ৩৬৩ □ বার্ধক্যে জসীমুদ্দীন ৩৬৩ □ বসে আছে ৩৬৫ □ নিজের ছায়ার দিকে ৩৬৫ □ নস্টালজিয়া ৩৬৬ □ হোমারের স্বপ্নময় হাত ৩৬৮ □ কবর সাজাই ৩৭০ □ ভাড়াটে ৩৭১

❑ ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই ৩৭৩-৩৮০

ধ্যানের প্রহর ৩৭৫ □ শোভাযাত্রা ৩৭৬ □ চাঁদমারি ৩৭৭ □ একটি গোলাপ যখন ৩৭৮ □ এ্যাকিলিসের গোড়ালি ৩৮০

❑ শিরোনাম মনে পড়ে না ৩৮১-৩৯২

আমার কবিতা আজ ৩৮৩ □ মধ্যরাতের পোস্টম্যান ৩৮৩ □ এই পথ ৩৮৫ □ অলৌকিক বানভাসি ৩৮৬ □ পদ্মকোরকের মতো ৩৮৭ □ একটি বাড়ির কথা ভাবি ৩৮৮ □ লাগবে রক্তের ছোপ ৩৮৯ □ যদি আমি হতাম হুডিনি ৩৯০ □ কার কাছে যাব ৩৯০ □ ভুল ৩৯১

❑ ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ ৩৯৩-৪০৮

নন্দলাল বসুর সঙ্গে কিছুক্ষণ ৩৯৫ □ দুখিনী সাঁথিয়া ৩৯৬ □ ধূলায় গড়ায় শিরস্ত্রাণ ৩৯৭ □ ইন্দ্রাণীর খাতা ৩৯৯ □ বহুদিন পর মাকে ৪০০ □ গ্রন্থস্বত্ব ৪০২ □ আমার মৃত্যুর পরেও যদি ৪০২ □ এরকম কিছু ৪০৩ □ ট্রেনের জানালা থেকে ৪০৫ □ এক নিষিদ্ধ মীড় ৪০৬ □ একজোড়া চোখ ৪০৭ □ উপোসী সন্তের মতো ৪০৮

❑ অবিরাম জলভ্রমি ৪০৯-৪২০

বুদ্ধদেবের চিঠি ৪১১ □ কালো মেয়ের জন্য পঙ্‌ক্তিমালা ৪১২ □ তোমার ঘুম ৪১৪ □ কেন মানুষের মুখ ৪১৬ □ ধন্য সেই পুরুষ ৪১৭ □ কালদীর্ণ কোকিলের মতো ৪১৯

❑ দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে ৪২১-৪৩২

দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে ৪২৩ □ আমি উঠে এসেছি সৎকারবিহীন ৪২৪ □ রাতের ক্লিনিক ৪২৬ □ মগজে গোধূলি আর হাড়ে রঙিন কুয়াশা ৪২৮ □ একটি মোনাজাতের খসড়া ৪২৯ □ আলমারি ৪৩১ □ ডুবসাঁতার ৪৩১

❑ এক ফোঁটা কেমন অনল ৪৩৩-৪৪০

আমার মাতামহের টাইপরাইটার ৪৩৫ □ পাস্তারনাকের কবরে ৪৩৭ □ মৌনব্রত ৪৩৭ □ কবিতাপাঠ ৪৩৮ □ খেলা ৪৩৮ □ হাসি ৪৩৯

❑ টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে ৪৪১-৪৫৪

টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে ৪৪৩ □ চরম সমন ৪৪৫ □ বন্ধু তোমাকে ৪৪৬ □ অমল, তোমার জন্য ৪৪৭ □ আমাকে প্রতীক্ষা করে যেতে হবে ৪৪৮ □ রাত দেড়টায় ৪৪৯ □ এবং এ জন্যেই ৪৫০ □ যোদ্ধা বিষয়ে ৪৫২ □ রাস্তার ধারে ৪৫৩

❑ আমরা ক'জন সঙ্গী ৪৫৫-৪৬৪

ওরা চলে যাবার পরে ৪৫৭ □ পড়েছে শীতের হাত ৪৫৯ □ এই যে শুনুন ৪৬২

❑ ঝর্ণা আমার আঙুলে ৪৬৫-৪৭২

আমার পিতার গ্রামে ৪৬৭ □ ঝর্ণা আমার আঙুলে ৪৬৯ □ মাঘের দুপুরে ৪৭১

❑ স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার ৪৭৩-৪৮০

চারু ভিক্ষা ৪৭৫ □ প্রামাণ্য চিত্রের অংশ ৪৭৬ □ এসেছি দাফন ক'রে ৪৭৭ □ আজো তিনি ৪৭৮ □ স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার ৪৭৯

❑ নায়কের ছায়া ৪৮১-৪৮৬

ম্যানিলা, শোনো ৪৮৩ □ অচেনা শহরে ৪৮৪ □ বেড়ালের জন্য কিছু পঙ্‌ক্তি ৪৮৬

❑ মঞ্চের মাঝখানে ৪৮৭-৪৯৮

কিংবদন্তি হয়ে ৪৮৯ □ মঞ্চের মাঝখানে ৪৯১ □ কোমল গান্ধার ৪৯২ □ ছিলেন এক কবি ৪৯৩ □ বন্ধু, তুমি অকম্পিত হাতে ৪৯৫ □ গুম খুন ৪৯৫ □ বুকের অসুখ ৪৯৭ □ বাড়িটা ৪৯৮

❑ খুব বেশি ভালো থাকতে নেই ৪৯৯-৫০৬

খুব বেশি ভালো থাকতে নেই ৫০১ □ হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে ৫০২ □ অস্ত্রোপচারের পরে ৫০৪ □ পথভ্রষ্ট কোকিল ৫০৬ □ তত্ত্ব-তালাশ ৫০৬

❑ বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় ৫০৭-৫২২

বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় ৫০৯ □ অমাবস্যার চাঁদ ৫১০ □ কবি-স্মৃতি ৫১১ □ কিচ্ছু বুঝি না, কিচ্ছু বলি না ৫১২ □ শীত-দুপুরে প্রথম দেখা ৫১৫ □ পরিবর্তন ৫১৭ □ কবন্ধের এলোমেলো পোঁচে ৫১৯ □ ছড়ার আদলে ৫১৯ □ ওদের ঘুমোতে দাও ৫২০

❑ হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো ৫২৩-৫৫০

হাসপাতালের বেড থেকে ৫২৫ □ নাম ধরে ডেকে যাব ৫৩০ □ সৌন্দর্য্যের গহনে ডুবুরি ৫৩২ □ একটি মুক্তো ৫৩৪ □ কেন তোমাকে ভালোবাসি ? ৫৩৪ □ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মায়া ৫৩৮ □ মর্মমূল ছিঁড়ে যেতে চায় ৫৩৯ □ তাদের কথা ৫৪২ □ সমরেশদা'র জন্যে শোকগাথা ৫৪৫ □ অপ্রেমের কবিতা ৫৪৮

❑ গৃহযুদ্ধের আগে ৫৫১-৫৬৬

গর্জে ওঠো স্বাধীনতা ৫৫৩ □ মৃত্যুহীন তালে তালে ৫৫৪ □ গৃহযুদ্ধের আগে ৫৫৫ □ একজন হরিণীর গল্প ৫৫৭ □ একটি চমৎকার গোধূলিতে ৫৫৮ □ নৌকা ৫৬১ □ একজন প্রবীণ বিপ্লবী ৫৬২ □ যদি না লিখি প্রেমের পদাবলি ৫৬৩ □ একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় ৫৬৪ □ শপথভঙ্গ ৫৬৬

❑ সে এক পরবাসে ৫৬৭-৫৭৪

জন্মদিন হাসে ৫৬৯ □ পুরুষানুক্রমে ৫৬৯ □ শুরু ৫৭০ □ ঘড়ি ৫৭১ □ নিশ্চুপ সাদায় ৫৭২ □ হঠাৎ পাওয়া ৫৭৩

❑ ধ্বংসের কিনারে বসে ৫৭৫-৫৮৬

কাল এবং আগামীকাল ৫৭৭ □ সারমেয় সমাচার ৫৭৮ □ শেষ হবার নয় ৫৭৯ □ হঠাৎ কখন ৫৮০ □ সতীদাহ ৫৮০ □ শিল্পের হরিণ ৫৮১ □ জবাবদিহি ৫৮১ □ সুধাংশু যাবে না ৫৮৩ □ কালবেলার সংলাপ ৫৮৪ □ প্রত্যাখ্যাত ৫৮৫

❑ খণ্ডিত গৌরব ৫৮৭-৫৯৪

নিশিডাক ৫৮৯ □ কবি এবং ঘোড়া ৫৯০ □ অভিশপ্ত নগরের ঠোঁট ৫৯১ □ কবিতাকে কেউ ৫৯২ □ ঘুরে দাঁড়াও ৫৯৪

❑ হরিণের হাড় ৫৯৫-৬০৮

তোমারই পদধ্বনি ৫৯৭ □ বরকতের ফটোগ্রাফ ৫৯৮ □ পুরাণের পাখি ৬০০ □ কবি ৬০২ □ অতিথি ৬০২ □ হরিণের হাড় ৬০৩ □ আমার এ শহরের চোখ ৬০৪ □ মাতৃডাক ৬০৬ □ শব্দ ৬০৬ □ কোনো তরুণকে ৬০৭

❑ আকাশ আসবে নেমে ৬০৯-৬১৮

শ্যামলীর গালিব ৬১১ □ কবন্ধের যুগ ৬১২ □ নব্য মানবের স্তব ৬১৩ □ তোমার নাম এক বিপ্লব ৬১৩ □ রক্ষাকবচ ৬১৫ □ আকাশ আসবে নেমে ৬১৫ □ কবির কণ্ঠস্বর ৬১৬ □ রবীন্দ্রনাথের জন্যে ৬১৬ □ বাগান ৬১৭ □ হরিনাথ সরকার বলছেন ৬১৮

❑ উজার বাগানে ৬১৯-৬২৬

□ মিহিরের উদ্দেশে ৬২১ □ শওকত ওসমানের জন্যে ৬২৩ □ ফুঁসে উঠে ফতোয়া ৬২৪ □ একটি সংলাপ ৬২৫

❑ এসো কোকিল, এসো স্বর্ণচাঁপা ৬২৭-৬৩৮

শহিদ জননীকে নিবেদিত পংক্তিমালা ৬২৯ □ প্রেমের কবিতা নিয়ে সংলাপ ৬৩০ □ রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যে ৬৩১ □ না ৬৩৩ □ যদি তোমার পাশে থাকতাম ৬৩৩ □ এসো কোকিল, এসো স্বর্ণচাঁপা ৬৩৪ □ বলা যায় না, তবুও ৬৩৫ □ সেই ছায়াবৃতা ৬৩৭

❑ তুমিই নিঃশ্বাস তুমিই হৃৎস্পন্দন ৬৩৯-৬৪৮

কতিপয় উচ্চারণ ৬৪১ □ সুফীরা বলেন ৬৪১ □ হ্যাঁ গৌরী, তোমাকেই ৬৪২ □ তোমাকে দেখি প্রতিক্ষণ ৬৪৪ □ মাতাল ৬৪৫ □ চারটি স্তবক ৬৪৫ □ বৃষ্টি ৬৪৭ □ মেঘদূত ৬৪৭

❑ যে অন্ধসুন্দরী কাঁদে ৬৪৯-৬৫৬

শামসুর রাহমানের শার্ট অনুসন্ধান ৬৫১ □ জয়দেবপুরের মুক্তিযোদ্ধা ৬৫২ □ দশটাকার নোট এবং শৈশব ৬৫৩ □ গ্রিক ট্রাজেডির নায়কের মতো ৬৫৪ □ মৃত্যুর পরেও ৬৫৫ □ শেষ অঙ্ক ৬৫৫

❑ রূপের প্রবালে দগ্ধ সন্ধ্যারাতে ৬৫৭-৬৬৪

আদিবাসী মেয়েটি ৬৫৯ □ জনৈক লেখকের কথা ৬৫৯ □ রবীন্দ্রনাথের কাছে ৬৬০ □ গোলাপ, তোমাকে ৬৬১ □ সন্ধ্যারাত যখন দাতা ৬৬২ □ ওরা দু'জন ৬৬৩ □ নির্বাসনের বিরুদ্ধে ৬৬৩

❑ ছায়াগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ ৬৬৫-৬৭৪

ঢাকা কলেজকে নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা ৬৬৭ □ বদলাতে থাকে ৬৬৮ □ সেলিনা পারভীন স্মরণে ৬৬৯ □ যখন তুমি শোকের বাড়ি থেকে ফিরে এলে ৬৭০ □ আমার চোখের জ্যোতি ৬৭১ □ ফতোয়া ৬৭২ □ অভয়াশ্রমের দিকে ৬৭২ □ কবির ভাবনা ৬৭৩

❑ সৌন্দর্য আমার ঘরে ৬৭৫-৬৮২

মার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ৬৭৭ □ অথচ রবীন্দ্রনাথ ৬৭৮ □ জ্বরের ঘোরে ৬৭৯ □ ভূতলবাসীর কথা ৬৮০ □ টেলিফোনে তুমি ৬৮০ □ অতিথি ৬৮১ □ সে এক বাঁশিঅলা ৬৮২

❑ মেঘলোকে মনোজ নিবাস ৬৮৩-৬৯২

ইতিহাসের মোড়ে দাঁড়িয়ে ডাকছি ৬৮৫ □ মধ্যমার প্রতি ৬৮৬ □ আমার অসমাপ্ত কবিতা ৬৮৭ □ ডাহুক ৬৮৮ □ ভিন্ন ভুবনে ৬৮৯ □ পাস্তারনাকের কাব্যগ্রন্থের নীচে ৬৯০

❑ তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি ৬৯৩-৬৯৮

শান্তিনিকেতনে গৌরী ৬৯৫ □ শকুন্তলা ৬৯৫ □ গদ্য সনেট : ৪ ৬৯৬ □ গদ্য সনেট : ৯ ৬৯৬ □ কাজ ৬৯৭ □ আমার ব্রত ৬৯৭

❑ হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ ৬৯৯-৭০৬

যাঁর মাথায় ইতিহাসের জ্যোতি-বলয় ৭০১ □ জীবনানন্দকে নিয়ে ৭০২ □ লানতের পঙ্‌ক্তিমালা ৭০৪ □ কাজী নজরুল ইসলামকে নিবেদিত ৭০৫

❑ টুকরো কিছু সংলাপের সাঁকো ৭০৭-৭১২

শওকত ওসমান যখন হাসপাতালে ৭০৯ □ বহুদিন পর পাড়াতলীতে আবার ৭০৯ □ নয়না এবং আমি ৭১১ □ সায়াহ্নে মুখোমুখি ৭১২

❑ রবার্ট ফ্রস্ট (অনুবাদ) ৭১৩-৭৩৬

চারণভূমি ৭১৫ □ শীত-রাত্তিরে বুড়োটা ৭১৫ □ টেলিফোন ৭১৬ □ মজুরের মৃত্যু ৭১৭ □ শীতের স্বর্গোদ্যান ৭২৫ □ ঝিলগুলি ৭২৫ □ জন্মস্থান ৭২৬ □ আমার জানালার পাশে গাছ ৭২৬ □ শীত সন্ধ্যায় বনের কিনারে ৭২৭ □ ভালুকটা ৭২৮ □ যা-কিছু সোনা-রঙ ৭২৯ □ পাহাড়ের ঢলে তরল তুষার ৭২৯ □ আগুন এবং তুষার ৭৩১ □ মৃন্ময় ৭৩২ □ উপহার ৭৩৩ □ একটি গণ্য কণিকা ৭৩৪ □ স্বর্ণের গুঁড়ো ৭৩৫ □ নীলকণ্ঠ পাখির বিদায় বার্তা ৭৩৫ □ প্রবেশ নিষেধ (একটি শিশুকে বলা) ৭৩৬

❑ খাজা ফরিদের কবিতা ৭৩৭-৭৪৪

খাজা ফরিদের কবিতা ৭৩৯ □ নিখিল বিশ্ব হয়ে যায় ৭৪২ □ আমি দুঃখের সন্তান ৭৪৩ □ সখি করো প্রসাধন ৭৪৩ □ ভেতরে এসো ৭৪৩ □ পৃথিবীকে ৭৪৪

❑ ছড়া ৭৪৫-৭৬৮

জল-টুপটুপ ৭৪৭ □ খোকন গেছে ক্ষীরসাগরে ৭৪৭ □ আঁটুল বাঁটুল ছড়া ৭৪৭ □ লোকটা ৭৪৭ □ স্বপ্ন আমার ৭৪৮ □ কবি ৭৪৯ □ ঝড়ের মুখে ৭৫০ □ আতা গাছে, ডালিম গাছে ৭৫২ □ বাঁচতে দাও ৭৫৩ □ উৎপাত ৭৫৩ □ যা রাজাকার ৭৫৪ □ প্রিয় স্বাধীনতা ৭৫৫ □ যুদ্ধজয়ের কথা ৭৫৫ □ নজরুল ৭৫৬ □ ছড়ায় এক ইতিহাস ৭৫৭ □ রূপকথা ৭৫৮ □ মাছ-শিকারি পানকৌড়ি ৭৫৯ □ বিজয় দিবস ৭৬১ □ তবুও তিনি রাজা ৭৬২ □ স্বাধীন সূর্যোদয় ৭৬৩ □ ছড়া ঝরে ৭৬৪ □ কেউটেরা সব ৭৬৪ □ টুকটুকে লাল স্বাধীনতা ৭৬৫ □ অমর নাম ৭৬৬ □ নয়না তার বোনকে বলে ৭৬৬ □ এই পৃথিবীকে ৭৬৭

❑ গান ৭৬৯-৭৯২

❑ আলোকচিত্র ৭৯৩-৮০৮

ভূ মি কা

শামসুর রাহমানের মধ্যে কাব্যচর্চার প্রারম্ভিক প্রেরণা হিসেবে সবথেকে বড়ো অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন জীবনানন্দ। নিজের কাব্য সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে শামসুর রাহমানের কবিতা বিষয়ক জগতটিই ছিল মূলত জীবনানন্দময়। সেই সময়কালটা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা যুগ সন্ধিক্ষণের মুহূর্ত। শামসুরের প্রথম কবিতার প্রেরণায় জীবনানন্দ ছিলেন না, ছিলেন ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। শামসুর রাহমানের নিজের জীবনের একটা চরম শোক তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় একটি গদ্য শোকগাথা। এই গদ্য শোকগাথা রচনার পটভূমিকায় ছিল কবির ছোটোবোনের অকালমৃত্যু। প্রাণাধিক প্রিয় ছোটো বোনের অকালে ঝরে যাওয়ার বেদনা আজও কবির মনে কৈশোরের সেই দিনগুলোর মতোই টাটকা রয়েছে। সেদিন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শোকগাথা 'ছিন্নমুকুলের' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছিলেন তাঁর নিজের শোকগাথাটিকে।

শৈশবকাল থেকেই শামসুর রাহমানের মানসলোকে যে অনির্বচনীয় প্রেমের অন্তঃসলিলা ধারা প্রবাহিত হত তার চরম উৎকর্ষতা আমরা তাঁর বিশ্ব মানবতার জয়ের কামনার ভিতর দিয়ে পাই। এই বিষয়টির ভিত্তি রচিত হওয়ার গতিপ্রকৃতি বোঝা যায় কৈশোরের শেষ প্রান্তে এসে সত্যেন্দ্রনাথের 'কুহু ও কেকা'র 'ছিন্ন মুকুলে'র প্রেরণায় কবির মানস লোকের ফল্গুধারার নির্গমন দেখে। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন;

সব চেয়ে যে ছোট পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে;
বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী,
খুসী ছিল ঘেঁসাঘেঁসির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি করে,

ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবী,
ভয় তরাসে ছিল যে সব চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবী!
চলে গেছে একলা চুপে চুপে,
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে;
যাবার বেলা টের পেল না কেহ
পারলে না কেউ রাখতে তারে ধ'রে।
চলে গেল, পড়তে চোখের পাতা,
বিসর্জ্জনের বাজনা শুনে বুঝি!
হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে,
হারিয়ে গেল পেলাম না আর খুঁজি।

হারিয়ে গেয়ে হারিয়ে গেছে ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্ বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি যে মুখখানি
দুধে ধোয়া কচি দাঁতের হাসি।
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি,
ঢুকেছে হায় শ্মশানঘরের মাঝে
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশানবাসী।

সবচেয়ে যে ছোট কাপড়গুলি
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো,
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে;
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে; —

ছন্দের যাদুকরের এই ছান্দসিক হাহাকার কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো ঢাকার মাহুতটুলির বাচ্চুর জীবনে প্রথম কাব্য রচনার যে প্রেরণায় সঞ্চার করে নিজের ব্যক্তি জীবনের এক দুঃসহ বেদনার সঙ্গে একাত্ম করে দেয় তাঁকে কাব্যের বিধিবদ্ধ ভাষায় ডিমোসিয়েশন

অব সেনসিবিলিটি বা সংবেদনশীলতার বিচ্ছেদ হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। আমৃত্যু যে জীবনানন্দের শান্ত সমাহিত বিমূর্ততায় নিজের মানসলোককে পরিচালিত করবার সংকল্পে পরবর্তীকালে শামসুর দৃঢ় প্রত্যয়ী হন সেখানে ছিন্ন মুকুল পড়ে নিজের জীবনের গভীর ক্ষতের পরিস্ফুটন দেখে মনে হয় হয়তো তাঁর মনের অজান্তেই টি. এস. এলিয়েটের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ 'দি মেটাফিজিকাল পোয়েটস' (প্রকাশকাল, ১৯২১) তাঁর মানসলোককে আচ্ছন্ন করেছিল। সূচনালগ্নেই শামসুর সপ্তদশ শতকের প্রথমাংশের ইংরেজি ভাষার মেটাফিজিকাল কবি মার্ভেল, হার্বাট, ডালের মতো মানুষের ধাঁচে একটা বিশেষ ধরনের সংবেদনশীলতার অধিকারী হয়েই নিজের মানসলোকের জয়যাত্রার কাজটি শুরু করেছিলেন। এলিয়ট মনে করতেন সপ্তদশ শতকের সংবেদন শীলতার বিচ্ছেদের পরিস্থিতি থেকে আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারিনি। এলিয়টের আরও বিশ্বাস ছিল সেই পারিপার্শ্বিকতা থেকে আমরা নিজেদের উত্তীর্ণ করতে পারিনি। অনেক সমালোচকই টি. এস. এলিয়টের এই তত্ত্বটিকে বাতিলের তালিকায় ফেললেও শামসুর রাহমানের শৈল্পিক সত্তা এবং উৎকর্ষতা থেকে সেই মেটাফিজিকাল পোয়েটিকসের ধারাকে পৃথকীকরণ করার মতো ধৃষ্টতা আর আজ বোধহয় কারোরই নেই।

কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির নাম '১৯৪৯', সেটি প্রকাশিত হয়েছিল নলিনী কিশোর গুহ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'য়। এই পত্রিকাটির তখন ঢাকায় বেশ নামডাক ছিল। উনিশ শতকের কাব্যসাহিত্যে পশ্চিমের প্রতি যে আকর্ষণ, পশ্চিমের কাব্য ভঙ্গিমার প্রতি যে ক্ষণিক দুর্বলতা ছিল তা সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে বিংশ শতকে এসে একটা নোতুন অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিল। তবে মনে রাখা দরকার কাব্য প্রতিভার উনিশ শতকীয় বিচ্ছুরণ কিন্তু ওই শতকের অন্তিমলগ্নেই প্রতিভাত হয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কাব্য সাহিত্যের প্রতি বাংলায় তেমন একটা ঝোঁক দেখা যায় নি। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রভাবে বাংলায় সারস্বত সমাজের মধ্যেকার জাগরণের স্ফুরণ আমরা অত্যন্ত সমানভাবে ফুটে উঠতে দেখি ওই শতাব্দীর শেষের দিকে, পদ্য এবং সাংবাদিক গদ্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটান ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পাশ্চাত্যের শিক্ষা আর প্রাচ্যের শক্তির মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যের জগতে একটা নবযুগের উন্মোচন করেন মাইকেল মধুসূদন। এরপর এল বিহারীলাল চক্রবর্তীর যুগ। বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিক কবি হিসেবে বিহারীলালকে স্থান দেওয়া হয়। তবে ইউরোপিয়ান রোম্যান্টিসিজমের সাথে তাঁর প্রায় সংযোগ ছিল নাই বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আধুনিকতার মূলে সুরটিই ছিল প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ভাবধারার এক অপূর্ব সম্মিলন। ইউরোপিয়ান রোম্যান্টিকতার সঙ্গে প্রাচ্যের মূল্যবোধকে তিনি যে ভাবে সমন্বিত করেছিলেন রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের কবিরাও সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী, তবে এই ঋণ স্বীকারের কাজটি রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশ, চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে সকলেই যে খুব মুক্ত কণ্ঠে করেছেন এমনটা ভেবে নেওয়ার আদৌ কোনো কারণ নেই। তিরিশের